প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্যোগীদের পাশে দাঁড়াল বন্ধন ব্যাঙ্ক

এই সময়: কেন্দ্রের লক্ষ্য ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছে দেওয়া। সেই লক্ষ্য পূরণে অবশ্যম্ভাবী শর্ত হল অর্থনীতির ডিজিটালাইজেশন।

এই উদ্দেশ্যে বন্ধন ব্যাঙ্ক বাংলা এবং পূর্ব ভারতকে প্রযুক্তিভিত্তিক স্টার্ট আপগুলোর জন্য এক সমৃদ্ধ হাব হিসেবে গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছে। তারা WEBEL-BCC&I টেক ইনকিউবেশন সেন্টারের অন্যতম প্রধান রূপকার। এই টেক ইনকিউবেশন সেন্টার দ্য বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (BCC&I) আর ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেডের এক যৌথ উদ্যোগ।

টেক ইনকিউবেশন সেন্টারের প্রধান উদ্দেশ্য এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করা, যা বাংলায় উদ্ভাবনী শক্তি এবং জ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগের দেখাশোনা করবে, তাকে সাহায্য করবে। ফলে সম্পদ তৈরি হবে এবং সফল উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে সামাজিক মূল্য সৃষ্টি হবে। টেক ইনকিউবেশন সেন্টার বন্ধন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার চন্দ্রশেখর ঘোষের মস্তিষ্ক প্রসূত। এই উদ্যোগকে হিউলেট প্যাকার্ড, গুগল ক্লাউড এবং অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেসের মত বিখ্যাত প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদানকারীরা সাহায্য করেছে।

চন্দ্রশেখর ঘোষ বলেন 'আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি, একটা সংগঠনের শুরুর দিনগুলোতে পরামর্শদাতার কতটা প্রয়োজন। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের সম্ভাবনা বিপুল। এই টেক ইনকিউবেশন সেন্টার এমন উদ্যোগকে সাহায্য করার সামান্য প্রয়াস, যা দৈনন্দিন জীবনের চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান করতে প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে পারে।'

বন্ধন ব্যাঙ্ক শুধু যে টেক ইনকিউবেশন সেন্টারকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করে তা নয়, নিয়মিত ব্যবধানে ইনকিউবেট ফার্মগুলো এবং ব্যাঙ্কের সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের মধ্যে নলেজ সেশনের ব্যবস্থাও করে।

এই সেন্টারে ২০টা আসন আছে আর এখনও পর্যন্ত ২৯টা ইনকিউবেট কোম্পানি এই প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হয়েছে। ব্যবসার মডেল নিখুঁত করে নিয়ে এবং একটা স্তরে পৌঁছে এই স্টার্ট আপগুলো ইনকিউবেটর ছেড়ে বেরিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ায়।